মতিমহল থিয়েটার্সের প্রথম অবদান
Releasedon 22-5-1937
রাঙা বৌ

মতিমহল থিয়েটার্সের

প্রথমতম অর্ঘ্য—

রাঙা বৌ

শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী

শুভ-উদ্বোধন

শনিবার ২২শে মে, ১৯৩৭

রূপবাণী

প্রযোজক—
প্রফুল্ল বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্র-নাট্য ও পরিচালনা—
জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায়

গল্পাংশ—
শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

চিত্র-শিল্পী—শৈলেন বসু

শব্দ-যন্ত্রী—সি, এস, নিগম

সুর-শিল্পী—কৃষ্ণচন্দ্র দে

রূপ-শিল্পী—হরিপদ চন্দ্র

রসায়নাগারাধ্যক্ষ—
কুলদা রায় ও সুধীর দে

পট-শিল্পী—বটকৃষ্ণ সেন

চিত্র-সম্পাদক—ধরমবীর

ব্যবস্থাপক—
গোপাল মহারেশ ও কৃষ্ণভক্ত

স্থির-চিত্র-শিল্পী—বিশ্বনাথ ধর

প্রচার-সম্পাদক—প্রভাংশু-গুপ্ত

রাঙা বৌ

রূপবাণীর প্রচার-সম্পাদক শ্রীঅখিল নিয়োগী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ১৮নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ ওরিয়েন্টাল প্রিন্টিং ওয়ার্কসে শ্রীগোষ্ঠবিহারী দেকর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কল্যাণী—ছায়াদেবী

নন্দা—মেনকা

বিশ্বপতি—জীবন গঙ্গো

অসমঞ্জ—রতীন ব.ন্দ্যা

সনাতন—মনোরঞ্জন ভট্ট

মিঃ বোস—নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী

সুরেন—মণি ঘোষ

পাগলিনী—রাধারাণী

চন্দ্রা—শেফালিকা (পুতুল)

রমা—পূর্ণিমা

নিমাই—অমল বন্দ্যোপাধ্যায়

রহিম—সরোজ বাগচী

মিঃ রায়—অনিল মিত্র

মিঃ বোসের ভগ্নী—মীরা ঘোষ

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর ষ্টুডিওতে "আর, সি, এ" শব্দ-যন্ত্রে গৃহীত

রাঙা বৌ

গল্পাংশ

কলকাতার কাছাকাছি একটা গ্রাম—
বিশ্বপতি ও নন্দা—সাধারণ ঘরের ছেলে আর জমিদারের মেয়ে।

পেছন থেকে বিশ্বপতি এসে নন্দার চোখ টিপে ধরে। নন্দা বলে—"চিনেছি—তুমি বিশুদা।"—

"হুয়ো হ'ল না—আমি তোর বর।"

* * *

বিধিলিপি—নন্দার সঙ্গে বিয়ে হ'ল অসমঞ্জর—আর বিশ্বপতির সাথে কল্যাণীর—আমাদের রাঙা বৌয়ের।

* * *

পাঁচ বছর পরের কথা—বিশ্বপতি আজ মাতাল, বেড়ায় যেচে পরের উপকার ক'রে—ভুলে বাগ্দী সকলকার—নন্দাকে ভোলবার জন্য। স্ত্রী কল্যাণী কিন্তু বোঝে ভুল। পাড়ার মেয়ে রমা বোঝালেও বোঝে না। সে তার স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দীহান্। সে ভাবে পাড়ার ভুলে-বৌ চন্দ্রা—চলচলে মুখ, কালো-হরিণ-চোখ, অলৌকিক রূপ-যৌবন নিয়ে স্বামীকে বশ করেছে। কল্যাণী পুকুর ঘাটে চন্দ্রাকে বল্লে—"তোর জল গায়ে লাগলে আমাকে নেয়ে মরতে হবে সে খেয়ালটুকু আছে?" চন্দ্রা বল্লে—"দাদাবাবুকে বলব'খন আমার জন্য একটা আলাদা ঘাট ক'রে দিতে।"

* * * *

নন্দা অসমঞ্জের দুটী হাত চেপে ধ'রে বল্লে—"তোমাকে অনেক কথাই বলেছি—একটা কথা বলা হয়নি, সে জন্য আমাকে মাপ কর।—বিশুদা—আমাকে ভালবাসতো। আমার সঙ্গে বিয়ে হোলো না ব'লে সে আজ মাতাল—আজ সবাই তাকে ঘৃণা করে।"

অসমঞ্জ উদার প্রকৃতির লোক—মনে মনে ভাবলে নন্দাই তাকে ফেরাতে পারে—মুখ টিপে হেসে বল্লে—"এদ্দিনে বুঝলুম নন্দা তুমি কেন বাপের বাড়ী আসতে চাও না। সে ভদ্রলোককে তোমাকেই বাঁচাতে হবে।"

* * * *

আগের রাত্রে চন্দ্রার-মাকে বিশুর সৎকার করাটা কল্যাণীর সহ্য হ'ল না।

চন্দ্রার কথা নিয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনের ঝগড়া সুরু হ'ল—

এমন সময় অসমঞ্জ এসে বিশ্বপতিকে নিমন্ত্রণ ক'রে গেল নন্দার নাম নিয়ে। কল্যাণী আড়াল থেকে সব শুনলে। রাগ দ্বিগুণ হ'য়ে উঠল——নন্দা—নন্দা—যার সঙ্গে বিয়ে হয়নি ব'লে দম্ ফেটে ম'রে যাচ্ছেন!—

ফলে আবার দুজনে কলহ! স্ত্রীর কটু কথায় বিশু ঘর ছেড়ে রাগ করে চলে গেল।

* * * *

অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে গেল বিশ্বপতিকে, নন্দা আর অসমঞ্জ, তাদের ঘরে। দুজনকার মনের মধ্যে খেলে গেল কত বাল্যের-স্মৃতি-বিজড়িত মধুময়-স্বপ্ন।—এই সেই বিশুদা—আজ নেশা ভাঙ্ ক'রে চক্ষু কোটরাগত—রং মলিন। বিশু এসেই নন্দার কাছে কিছু খেতে চাইলে। অতি যত্ন সহকারে নন্দা খাওয়ালে।

নন্দার অনুরোধে বিশু তাদের সঙ্গে পুরী যেতে সম্মত হ'ল। ভাবলে এই সুযোগে রাঙাবৌ বেশ জব্দ হ'বে।

* * * * *

কল্যাণী উতলা—আজ পনের দিন স্বামী ঘর-ছাড়া—পাড়ার ছেলে নিমাইয়ের মুখে

শুনলে বিশ্বপতি পুরী গেছে নন্দাদের সঙ্গে। কল্যাণী তখন উতলা হ'য়ে গ্রাম-সম্পর্কে-দেবর নিমাইকে নিয়ে স্বামীর সন্ধানে পুরী রওনা হ'ল।

* * * *

এদিকে মাতৃহারা, স্বামীহারা চন্দ্রা অবলম্বনহীন—এই সুযোগ পেয়ে নন্দার অসচ্চরিত্র, লম্পট, কাকা সুরেনবাবু

হীন প্রস্তাব কল্লে। চন্দ্রা প্রত্যাখ্যান আর উপেক্ষা করাতে সুরেন এক রাত্রে দুর্ব্বৃত্তের সাহায্যে অপহরণ ক'রে চন্দ্রাকে নিয়ে এল কলকাতায়—

* * *

কুসংস্কারাপন্ন হিন্দু নারী পুরী যাত্রাকালে পেয়েছিল বাধা।—মনে মনে ভেবেছিল হয়ত বা একটা কিছু ঘটবে। হ'লও তাই—পুরীতে এসে যখন সে শুনলে যে নন্দা তার স্বামীর রোগশয্যায় সেবা ক'রে মৃত্যুমুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে আর তাকে খবর দিতে বিশ্বপতি বারণ ক'রেছে

তখন কল্যাণী স্বামীর এই অবহেলার কথা শুনে কিছুতেই পুরী থাকল না। নিমাই বল্লে সে তাকে মায়ের মতো রাখবে। তারি সাথে সে এলো কলকাতায়।

* * *

কলকাতা সহর—পাড়ার বৌকে মা-বোনের মত রাখলে কি হবে—অনেক অসুবিধা। একদিন নিমাইয়ের ঘরে সুরেন এসে কল্যাণীকে দেখে তার দিদির বাড়ী আশ্রয় দেবে বলে তাকে নিয়ে গেল।

* * কোথায় দিদির বাড়ী! বাসায় নিয়ে গিয়ে হীন প্রস্তাব—অত্যাচারের চেষ্টা—রমণীর কাতর কণ্ঠস্বর আকর্ষণ কল্লে

উপরতলায় বাড়ীওয়ালা বিধবা মহিলার বড় ভাই মিঃ বোসকে—আগ্রা থেকে নব প্রত্যাগত।

তিনি সুরেনের কবল থেকে কল্যাণীকে করলেন রক্ষা। কিন্তু কল্যাণী অদ্ভুত মেয়ে!—স্বামীর কাছে যাবে না—দেশেও যাবে না—

কল্যাণীর পিড়াপিড়িতে সরল-প্রাণ মিঃ বোস তাকে নিয়ে এলেন আগ্রায়—গৃহকর্ত্রীরূপে—রইল ছেলেমেয়েদের দেখবার জন্য।

* * * * * *

বিশ্বপতি ভাল হয়ে উঠেছে—নন্দার ইচ্ছে সে ফিরে যায় রাঙা বৌয়ের কাছে—বিশ্বপতি তার কথা রাখলে। দেশে ফিরল।

কিন্তু——

—"ঐ দেখ্ বিশু ফিরে এসেছে যার বৌ নিমায়ের সঙ্গে পালিয়েছে।"—প্রতি পাদক্ষেপে একই কথা তার কাণে বিষ ঢালতে লাগল—

* * বিশু কলকাতায় চলে এসে নিমাইকে রাঙা বৌ কোথায় জিজ্ঞাসা করলে।

নিমাইয়ের কাছে বিশু জানল কল্যাণী সুরেনবাবুর আশ্রয়ে—যে সুরেন চন্দ্রাকে অপহরণ করেছিল! চন্দ্রার বাড়ী এসে বিশু আবার মদ ধরলে—আবার সেই উশৃঙ্খল অভ্যাস।···সেখানে কঠিন পীড়া চন্দ্রা প্রাণপণে সেবা করে তাকে ভালো করে তুলল।

এদিকে সুরেন পুলিশের হাতে——

* * * *

নন্দা কলকাতায় মৃত্যু-শয্যায়···রাজযক্ষ্মা। অসমঞ্জ ডেকে নিয়ে এল বিশুকে। শেষ সময় বলে গেছল নন্দা—"যেন বিশুদা তাকে ভোলে—তা না হ'লে সে স্বর্গে গিয়েও শান্তি পাবে না। পরস্ত্রীকে মনে মনে চিন্তা করাও পাপ।"

বিশু বলেছিল—
ভুলতে তাকে পারবে
না' তবে তাকে দেবীর

চক্ষে দেখবে আর মাতৃরূপে
হৃদয়ে স্থান দেবে।
আর একটা কথা বলেছিল
নন্দা "সে ফিরে আসবে—

তুমি ঘরে যাও, বাঙা বৌ ভাল
মেয়ে—নিশ্চয় ফিরে আসবে।"
সেই থেকে বিশু খুঁজে
বেড়াচ্ছে কল্যাণীকে।

* * *

আগ্রায় সরল-প্রাণ মিঃ বোস বন্ধুর প্ররোচনায় একদিন—
"—মানে বলছিলুম কি আমি বিপত্নীক আর আপনিও স্বামী পরিত্যক্তা"—
"কি? কি বল্লেন?—" কল্যাণী শুধোয়!
"—না মানে কথা আপনি আমার বোন—আমার মা—"

কল্যাণী চাইলে তক্ষুনি তাকে তার স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ক!
—বাঙা বৌ···মনে তুমুল দ্বিধা ও ঝঞ্ঝা নিয়ে সেই কালরাত্রে একলাই—
যাত্রা করল—মিলনের পথে নব-অরুণোদয়ের আশায়।

— রাঙা বৌ'এর গান —

— এক —

আমি তো চলিনু বন্ধু
তোমারে ছাড়িয়া।
ল'য়ে যাই আঁখিজল
বাঁশিতে পুরিয়া॥

* * *

আকাশে উঠিবে চাঁদ
বাবলা-বনের ফাঁকে,
সে-চাঁদ দেখিয়া মোর
পরাণ কেমনে থাকে?
তুমি চাঁদ না রহিলে
কে আর আমারে রাখে?

* * *

যে পথে যাবরে বন্ধু
পদ-চিহ্ন যাব রেখে,
আমার দেশে যাইও তুমি
সেই সে চিহ্ন দেখে দেখে।

* * *

আকাশে উঠিলে মেঘ
তুফানে নিভিল বাতি,
কার বুকে মুখ রেখে
কাটিবে আমার রাতি?
পিঞ্জরার পাখী আমি
তুমি যে আছিলে সাথী।

মালার কুসুম গেলাম রেখে
পইরো সে ফুল কেশে
স্বপ্নে তোমায় পাব কন্যা
বন্ধু-হারা দেশে।

—

— দুই —

কাঁদ কাঁদ কেবল কাঁদ
বেদন পাবে কোমল প্রাণে
বুকটী বাঁধ বুকটী বাঁধ!
আপন জনে ফিরিয়ে পেতে
পরের দ্বারে নিতুই সাধ!
কাঁদ কাঁদ কেবল কাঁদ!

—

— তিন —

আমায় নূতন করে বাঁধলে
আবার নূতন সুরের ছন্দে
আমার ব্যথার মালায় ফোটালে ফুল
নূতন গীতি-গন্ধে।
কোন্ হারাণ সুরের টানে
মন যে ছোটে সুদূর পানে
ভুলিয়ে দিলে নূতন আলোয়
সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্বে।

—

— চার —

রূপসা নদীর ধারে
যারে খোঁজে দুটী নয়ন
সে কই আসে নারে!
কোমল দুটী চোখের ছায়া
কেবল মনে বাড়ায় মায়া
গহীন রাতে স্বপন আনে
আমার চোখের পারে॥
সে গেছে আজ দূর-প্রবাসে
সুখের মায়া ভেসে আসে
পরাণ উতল করে॥
ওরে কোমল, ওরে মধুর
আজও কি তুই রইবি সুদূর!
আর কতকাল এমন করে—
কাঁদব হাহাকারে॥

—

— পাঁচ —

চোখ খুলে তুই দেখনা চেয়ে
ভবের ডিঙা ঘাটের ধারে
ভরা গাঙে নামছে আঁধার
এই বেলা তুই চ'না পারে।
খোলরে বাঁধন থাকতে বেলা
শেষ করে দে ভবের খেলা
মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে
থাকিস্‌নে আর কারাগারে॥
ভাবিস্‌নে আর আপন পর
হরির নামে কররে ভর
পারের কড়ি লাগবে না তোর
পার হবি সেই চরণ ধরে॥

—

— ছয় —

আমি চিনেছি চিনেছি চিনেছি তার বাঁশী।
অরুণ-বরণ নূপুর নিকণ সে যে তরুণ-উদাসী॥
আসে ঐ নদের গোরা।
মোদের প্রাণের গোরা।
তারে বড় ভালবাসি॥

—

— সাত —

উলু দিয়ে বরণ করে
ঘরের বৌ যে আন্‌লি ঘরে।
কিসের ছলে সে দিন তারে
তাড়িয়ে দিলি হতাদরে॥

—

— আট —

যদি দুঃখ দিয়েছ প্রভু
আমি সকলি সহিব একা,
জানি দুঃখের রজনী শেষে
তুমি একদা দিবে গো দেখা।
বেদনার ধূপ আলি
সাজাই পূজার থালি
মোর মন্দির তলে প্রভু
তুমি আঁকিবে চরণ রেখা॥

—

— নয় —

মন্দিরে দেবতা নাহি!
আরতি প্রদীপখানি
সহসা নিভাল' গো
ঝঞ্ঝা প্রলয় বাহি'
অর্ঘ্য-কুসুম মালা, কখন শুখাল গো
মম ওঠে না কেহ গাহি!
পূজারিণী হাহাকারে মাটিতে লুটাল গো
শূন্য বেদীর পানে চাহি॥

—

— দশ —

নয়ন মুদিলে দেখা যদি পাই
অন্ধ করিয়া দাও গো!
দারা-সুত দিলে যদি প্রেম মিলে
কেড়ে নাও কেড়ে নাও গো!
চাহিনা ধন-মান মোহ-মোহন
চাহিনা গরবিত রূপ-যৌবন
যাহা গেলে হায়, হৃদি ভরে যায়
কণাটুকু তারি দাও গো!

—

— এগার —

হে রুদ্র একি প্রলয় জাগালে
সৃষ্টি-নাশন চরণ ঘায়।
ঘন মেঘজাল তব জটাজাল
মৃত্যু আঁধারে গগন ছায়॥
ক্রন্দসী ধরা কাঁদে হায় হায়
চন্দ্র তারকা মূর্ছি লুটায়
বজ্র-নিনাদে অট্ট হাসিছ
সপ্ত-সাগর নমিছে পায়
দলিত-আত্মা ডাকে ভগবান
মঙ্গল-শুভ নিল বিদায়॥

—:*:—

জানেন—এগুলো শিশুমনের ভাইটামিন?

গোষ্ঠবিহারী দে

নীতিগল্পগুচ্ছ

গল্পে শেখসাদীর নীতি সঞ্চয়ন

৪র্থ সংস্করণ—দাম ।৵০।

গল্পবীথি

কয়েকটী সরস গল্পের নূতন সাজি

২য় সংস্করণ—দাম ।৵০।

জাতকের গল্পমঞ্জুষা

বৌদ্ধ জাতকের কতিপয় শ্রেষ্ঠ গল্প

দাম ছয় আনা।

ইষ্টার্ণ-ল-হাউস

১৫নং কলেজ স্কোয়ার ঃঃ কলিকাতা।

শ্রীঅখিল নিয়োগীর লেখা

কথা সাহিত্যে

স্মরণীয়-দান

— উপন্যাস —

ভাইফোঁটা—১৲

— গল্প —

ফুল ফোটে ফুল ঝরে—১৲

ছেলেদের নাটক

বাপ্পাদিত্য—।৵০ মহাপূজা—।৵০

ছেলেদের উপন্যাস

বেপরোয়া—১৲

ক্ষণজন্মা—১৲

ভূতুড়ে দেশ—১৲

নতুন উপন্যাস

ঘুর্ণিপাকে—১৲

ছেলেদের গল্প

স্বপন পুরী—৸০

পরীর দৃষ্টি—।৵০

বাঘমামা—।০

মধুচক্র—১৲

সর্ব্বত্র পাওয়া যায়।